International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ভারতে যুদ্ধ পরিক্রমা: কোম্পানি আমল

লেখকের নাম: শুভনীল জোয়ারদার।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি আমলে ভারতে সংঘটিত সশস্ত্র যুদ্ধ গুলির কারণ , ফলাফল ও ব্যবহৃত অস্ত্রসম্ভার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এবং এই যুদ্ধের সাথে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান কতটা সম্পর্কিত সে সম্পর্কেও ক্ষুদ্র পরিসরে জানার চেষ্টা হয়েছে।

সূচকশব্দ

যুদ্ধ, অস্ত্র, কোম্পানি, ব্রিটিশ, ভারত, পদাতিক-নৌ-বিমান বাহিনী, বিশ্ব, সামরিক

ভূমিকা

ভারতীয় মহাকাব্য "মহাভারতে" পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের ঔদ্ধত্ত প্রকাশিত হওয়ার পরিচয় পাওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র বাক্যই যথেষ্ট- "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী"। প্রকৃত অর্থে, মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই যে"অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই" শুরু হয়েছিল তারই বহুরুপতার প্রকাশ, আজকের পৃথিবীর যুদ্ধ ব্যবস্থা, যা আনবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া(Nuclear Chain Reaction)র মতই সদা ক্রমবর্ধমান। রাজনীতির ছত্রছায়ায় অর্থনীতি ও সামরিক ভাবে সর্বশক্তিমান হওয়ার নেশাই যুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এবং এই কাজে অস্ত্র এমনকি মারণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী রাজনৈতিক অশুভ শক্তির কাছে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

কোম্পানি আমল(১৭৫৭-১৮৫৮)

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার অংশ হিসাবে, ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ভারত মহাসাগর হয়ে যে বানিজ্যিক জলপথ ছিল তা স্পেন ও পর্তুগাল দ্বারা প্রভাবিত ছিল।১৫৮৮ সাল নাগাদ স্পেনীয় ব্যাবসায়ীদের এই পথে অবলুপ্তি ঘটলে ব্রিটিশ ও ডাচ ব্যাবসায়ীরা এই পথে প্রধানত মসলা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকে(১)। কিন্তু ব্রিটিশ ব্যাবসায়ীরা ডাচ দের সাথে প্রতিযোগিতায় অসফল হলে ,১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের প্রথম মহারাণী এলিজাবেথ কিছু ইংরেজ সওদাগরকে লাট সাহেব পরিচালিত পূর্ব ভারতে লন্ডনের ব্যাবসায়িক কোম্পানি নামে এই বানিজ্য পরিচালনার রাজকীয় সনদ প্রদান করেন(২)। পরবর্তী পর্যায়ে এদের একটা অংশ নিজেদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলে পরিচয় দিতে থাকে। তবুও তারা ডাচ দের সাথে মসলা ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারেনি। তাই তারা মসলার পরিবর্তে ভারত থেকে তুলো ও রেশমের রপ্তানি ব্যবসা শুরু করে এবং অচিরেই তারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ বস্ত্র ব্যাবসায়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাবে ১৭৪০-১৭৫০ এর মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত উপমহাদেশে বিশাল শক্তিধর হয়ে ওঠে এবং বিশ্বের মোট ব্যবসার অর্ধেক মালিকানা তাদের হাতে আসে(৩)। এই ব্যবসার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভারতে কোম্পানি শাসন বলবৎ হয়।১৭৭৩ সালে কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসাবে হেস্টিংস সরাসরি সরকারি শাসন পরিচালনা শুরু করে(৪)।

যে সমস্ত সেনারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারখানা গুলি পাহারা দেবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাদের নিয়ে কোম্পানির প্রথম গভর্নর জেনারেল, হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বেঙ্গল, মাদ্রাস ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির জন্য "প্রেসিডেন্সি আর্মি "গঠন করেন, যা " ব্রিটিশ আর্মি"র শাখা হিসাবে কাজ করত। ১৭৯৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা ১৩০০০, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ২৪০০০, মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির ২৪০০০ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির ৯০০০ সৈন্য ছিল(৫)। বানিজ্যিক জাহাজগুলিকে পর্তুগিজ ও জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে ভারতে নোঙর করানোর জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গুজরাটের সুরাট বন্দরে নৌবাহিনী মোতায়েন রাখত।এই কারণে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিজ মেরিন" নামে একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলে এবং ১৬১২ সালে গুজরাট উপকূলে রণতরী সম্বলিত নৌবহর পাঠায় (৬) এবং সেগুলি দেখভালের জন্য ১৬৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট এ জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতির কারখানা গড়ে তোলে (৭)। সপ্তদশ শতকে(১৬০১-১৭০০) এই নৌবাহিনীতে কিছু ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজ ও বেশ কিছু স্থানীয় ভাবে তৈরি জেলেদের দ্বারা চালিত বন্দুক বহনকারী নৌকা, ঘুরাব(ghurab,আকারে বড়, ভারী,৯-১২ পাউন্ড ওজনের গুলিবারুদ বহনে সক্ষম ছয়টি বন্দুক বহনকারী নৌকা) এবং গল্লিভাট(gallivat , আকারে ছোট, হালকা,২-৪ পাউন্ড ওজনের গুলিবারুদ বহনে সক্ষম ছয়টি বন্দুক বহনকারী নৌকা) ছিল(৮)।এই নৌবাহিনী কামবে উপসাগর, নর্মদা ও তাপ্তি নদীতে ব্রিটিশ বানিজ্য জাহাজগুলোকে রক্ষা করার কাজে লিপ্ত থাকত এবং ভারত , আরব ও পারস্য উপকূল রেখা নির্দিষ্ট করার কাজও করত(৯)। ১৬৮৬ সাল থেকে ব্রিটিশরা তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বোম্বেকে বেছে নেয়। তাই ১৬৮৬ সালে উপরিউক্ত নৌবাহিনীর নাম হয় " বোম্বে মেরিন " (১০)।পরে,১৮৩০ সালে এটি " ইন্ডিয়ান নেভি " নামে পরিচিত হয়। যেহেতু,১৯০৩ সালে বিশ্বে প্রথম বিমান আকাশে উড়েছিল, তাই কোম্পানি আমলে কোন বিমান বাহিনী ছিলনা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই দুই শাখা, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বিভিন্ন সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে উল্লখযোগ্য হল- **(ক)কর্ণাটকেরযুদ্ধ(১৭৪৬-৪৮,১৭৪৯-৫৪,১৭৫৬-৬৩):** ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলস্বরূপ উভয়ে ব্যবসা ও রাজনৈতিক কারণে ভারত উপমহাদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কর্ণাটকের যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধে ফরাসিদের পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা তলানিতে ঠেকে এবং ভারতের উপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী উভয়ই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তীর ধনুক, বল্লম, তরবারি, বন্দুক, কামান, গোলাবারুদ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং অশ্বারোহী বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীও সঙ্গে ছিল(১১)।

(খ) পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭): এই যুদ্ধে ক্লাইভ এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বাংলার নবাব সিরাজদৌলা ও তার সহযোগী ফরাসী সেনাদের বাংলার পলাশীতে পরাজিত করে। এর ফলে সিরাজ কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় (১২)।সিরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর প্রদানে অসহযোগিতা করা ও বানিজ্যিক সুবিধার অপব্যাবহার করা

কে এই যুদ্ধের প্রাথমিক কারণ হিসাবে মনে করা হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, নাবিক এবং ব্যবহৃত অস্ত্র হল গাদা বন্দুক, ক্ষুদ্র কামান প্রভৃতি। এই যুদ্ধের শেষে, দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কে ভারতের ক্ষমতাধর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয় এবং কোম্পানি বাংলা, বিহার এ রাজস্ব আদায় করার অধিকার অর্জন করে(১৩)।

(গ) বক্সার এর যুদ্ধ(১৭৬৪): বিহারের বক্সারে এই যুদ্ধে মুঘল সম্রাট শাহ আলম দুই, বাংলা ও অযোধ্যার নবাব দের ত্রিশক্তি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হয়(১৪)।এই যুদ্ধের কারণ হিসাবে বলা হয়, কোম্পানির ফরমান ও দস্তকের অপব্যাবহার দ্বারা ব্যবসা সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ, বাংলার নবাব মীর কাশেম মেনে না নেয়ায় তাদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হওয়া, বাংলার উপর কোম্পানির খবরদারি অযোধ্যার নবাবের পছন্দ না হওয়া আর শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রভাবকে উপেক্ষা করে সম্রাট আলমের সুবা বাংলা (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) কে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করা। পদাতিক সৈন্য বাহিনী, অশ্বারোহী সৈন্য বাহিনী, কামান সহ গোলন্দাজ বাহিনী প্রভৃতি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। গোলাবারুদ, রকেট, নাগা সাধুদের ব্যবহৃত তীর ধনুক, গদা, তরবারি প্রভৃতি ছিল এই যুদ্ধের সামরিক উপকরণ। এই যুদ্ধ জয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ক্লাইভ বাংলার প্রথম গভর্নর এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়(১৫)।

(ঘ) মহীশূর যুদ্ধ(১৭৬৬-৬৯,১৭৮০-৮৪,১৭৮৯-৯২,১৭৯৮-৯৯): এই পর্বের চারটি যুদ্ধ হয়েছিল মহীশূর রাজ্যের শাসক হায়দর আলি ও তার সুযোগ্য সন্তান টিপু সুলতান এর সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মারাঠা সাম্রাজ্য, ত্রভাঙ্কর রাজ্য ও হায়দ্রাবাদ নিজামের।এই যুদ্ধগুলির পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়, ফরাসীদের সাথে মহীশূরের মৈত্রী এবং মালাবার উপকূলে লাভজনক ব্যাবসার উপর হায়দার আলির নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক ও ব্যাবসায়িক স্বার্থ এবং মাদ্রাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন করে তুলেছিল। এই পর্বে সামরিক ও নৌবাহিনী উভয়ই কাজ করেছিল। অশ্বারোহী বাহিনী , গোলন্দাজ বাহিনীও সঙ্গে ছিল। গোলাবারুদ, বন্দুক, কামান, রকেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছিল(১৬)। মহীশূরীয় রকেট এ ৫০০ গ্রাম ব্ল্যাক পাউডার ভরা থাকত এবং এর পাল্লা ছিল ৯০০ মিটার।১৭৮০-১৭৯০ এর মধ্যে এই রকেট ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। এত ক্ষমতাশীল রকেট তখনও ইউরোপ তৈরি করতে পারত না।১৮০৫ সাল নাগাদ, উইলিয়াম কংগ্রিভ মহীশূরীয় রকেটের অনুকরণে যে উন্নত মানের রকেট নির্মাণ করেন তা নেপোলেওনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল(১৭)।এই পর্বের যুদ্ধগুলো জয় করার মধ্যে দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত উপমহাদেশে চালকের আসনে বসার ব্যবস্থা অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলে।

(ঙ) মারাঠা যুদ্ধ(১৭৭৫-৮২,১৮০৩-০৫,১৮১৭-১৮): এই যুদ্ধগুলো হয়েছিল মারাঠা সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে। প্রথমটিতে জয়ী না হলেও বাকি দুটিতে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে কোম্পানি মারাঠা সাম্রাজ্য কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে ভারত অধীশ্বর হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে যায়। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্দরমহলের বিবাদের সুযোগ কে হাতিয়ার করে (১৮)। তীর ধনুক, বল্লম, তরবারি, গদা, ছোরা, গাদাবন্দুক, বন্দুক প্রভৃতি সহযোগে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে(১৯)।

(চ) ভেলোর বিদ্রোহ(১৮০৬): প্রায় পরাধীন ভারতবাসীর রাজকর্মচারী হিসাবে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভারতের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বোধ হয় এটিই সর্বপ্রথম। ভারতীয় সিপাই (হিন্দু বা মুসলমান) কোম্পানিতে কর্মরত থাকলেও নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে কোনোরকম বিরোধিতার সঙ্গে আপোষ করতে রাজি ছিলনা। এ ব্যাপারে তাদের মৌখিক আপত্তি, ভেলোর দুর্গের কর্তারা শাস্তিমূলক আচরণের মাধ্যমে সরাসরি নাকচ করে দেওয়ায়, প্রতিহিংসা পরায়ণ বশত দুর্গের ভারতীয় সিপাইরা অতর্কিতে মাঝ রাতে দুর্গ আক্রমণ করে তার দখল নিয়ে সেখানে মহীশূর সাম্রাজ্যের পাতাকা উত্তোলন করে। তারা আশা করেছিল, এই বিদ্রোহের মাধ্যমে হয়ত টিপু সুলতানের মহীশূর সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু ব্রিটিশদের দুর্গ পুনর্দখল ও টিপুর সন্তানদের অনীহার কারণে, বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাইদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সেনা কর্তাদের , কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর কাছে ভর্ৎসিত হতে হয়েছিল । কারণ, এটাই ছিল ভারত শাসন করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের কাছে প্রথম অশনি সংকেত, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহে(২০)। বন্দুক, কামান, গোলাবারুদ, সিপাই, পদাতিক-অশ্বারোহী-গোলন্দাজ বাহিনী, লাইট ড্রাগুনস(Light Dragoons,এটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত হালকা বন্দুক বাহী আকারে ছোট অশ্বারোহী বাহিনী, যাদের কাজ হল মূল বাহিনীর আগে আগে এগিয়ে আক্রমণ স্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে পিছনে অনুসরণ করে আসা মূল বাহিনীকে অবহিত করা), গেলপার গানস(Galloper Guns, এটি ১৭৪০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্যবহৃত গোলন্দাজ বাহিনী।১.৫,২,৩,৪ পাউন্ড এবং খুব কম ক্ষেত্রে ৬ পাউন্ড ওজনের কামানের গোলা ব্যবহৃত হত ও বহনকারী গাড়ি সমেত এদের ওজন হত প্রায় ৬০০ পাউন্ড। দ্রুতগামী মূল সেনাবাহিনীর সাথে সমতালে এদের টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া জুতে দেওয়া হত)(২১), প্রভৃতি ভেলোর বিদ্রোহের মূল সামরিক উপকরণ ছিল।

(ছ) ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ(১৮১৪-১৬): এই যুদ্ধের এক দিকে ছিল গারোয়াল, পাতিয়ালা ও সিকিম রাজ্যের সমর্থনপুষ্ট ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর অপর দিকে নেপাল রাজ্য। উন্নত সম্পদের অধিকারী কাঠমান্ডু উপত্যকা দখলের পর থেকে অর্থনৈতিক ভাবে বলীয়ান নেপাল রাজ্যের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও,১৭৯২ সালে উত্তর প্রান্তে পার্বত্য অঞ্চলের বাণিজ্য ও সীমানা সংক্রান্ত অসঙ্গতির কারণে চীন কর্তৃক আক্রান্ত নেপালীরা তিব্বত থেকে কাঠমান্ডু রাজধানীর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সেই সময় ভীত নেপাল রাজা ব্রিটিশদের সাহায্যে মধ্যস্ততা শুরু করার আগেই চীনারা আক্রমণ থেকে নিজেদের বিরত করে নেয়। এর পর ১৮০৪ সাল নাগাদ নেপাল রাজ্য পশ্চিমে গারোয়াল রাজ্যকে আক্রমণের মাধ্যমে দখল করে। এরই সূত্র ধরে কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হলেও, শিখ রাজা রঞ্জিত সিং ১৮০৯ সালে নেপালীদের সুতলেজ নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করে। নেপাল সাম্রাজ্য বিস্তারে, পূর্বে সিকিম ও দক্ষিণে অযোধ্যা রাজ্য পর্যন্ত তৎপর থাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারেও ব্যাঘাত ঘটছিল।ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চেয়েছিল নেপালের মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সাথে বাণিজ্য করতে, কিন্তু নেপাল এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি হয়নি। ইংল্যান্ডে ভাল বস্ত্র তৈরির কারণে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তথাকথিত ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী ব্যবসা ভীষণ ভাবে মার খায়। তখন তারা অনেক জটিল ও খরচ সাপেক্ষ পদ্ধতিতে ভারতীয় বস্ত্র চীনের বাজারে বিক্রি করে সেখান থেকে চা কিনে ইংল্যান্ডে রপ্তানী করত(২২)। তা তারা লাভজনক অন্য কোন ব্যবসার তাগিদে তিব্বতের ভেড়ার নরম ও উন্নত মানের উলের সন্ধান পায়, যা দিয়ে বিখ্যাত কাশ্মীরি শাল, কম্বল প্রভৃতি তৈরি হত। কিন্তু তিব্বতীরা তাদের ভেড়াকে অন্য কোথাও পাঠাতে রাজি

না থাকায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেপালের মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সাথে উলের ব্যবসা করার জন্য নেপালের কাছে আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। যেহেতু গারোয়ালে উৎপন্ন হয় শাল তৈরির উল আর কুমায়ুনের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে ব্যবসা করার সুবিধা আছে, তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দুটি অঞ্চল নেপালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করে(২৩)।
এ ছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জানত, ক্ষয়িষ্ণু মুঘল আমলে হিন্দু পুনরুত্থানের জন্য মারাঠা, শিখ ও গোরখারা কতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাই তিব্বতের সাথে ব্যাবসায়িক স্বার্থে মারাঠা ও শিখ রাজ্যের পরিবর্তে প্রথমে গোরখা বা নেপাল রাজ্য আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়(২৪)। নেপালী ঐতিহাসিক বাবুরাম আচার্যের মতে, ইংরেজরা নেপালের পার্বত্য অঞ্চল দখলের জন্য সীমানা বিতর্কের উপস্থাপনা করেছিল। সেই বিতর্ক সমাধানের সময় ব্রিটিশ প্রতিনিধি , উপস্থিত নেপালী প্রতিনিধিদের অপমান করার মাধ্যমে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। আবার অন্য মতে, নেপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সীমা না থাকায় কলকাতার সাথে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংযোগ রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যার ফলে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৪ সালে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। তিব্বতের সাথে উলের ব্যবসা ও অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ অগ্রসর হলেও, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশঙ্কা ছিল যে তিব্বত ভিত্তিক নেপাল দখল চীন হয়ত মেনে নেবেনা। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চীনের সাথে বস্ত্র, চা প্রভৃতি ব্যবসা মার খেতে পারে। একই সঙ্গে চীনাদের আক্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নেপাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে দীর্ঘ লড়াই চালানোর ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। যার ফলে, নেপালের কিছু অংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়ে **সুগৌলি সন্ধির** মাধ্যমে১৮১৬ সালে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। চীন ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক ব্যবসা নির্ভর অঞ্চল। আর এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অবস্থান হল নেপালের। তাই কোম্পানি নেপালের স্বাধীনতা হরণ করার পরিবর্তে চেয়েছিল নেপালের কিছুটা অঞ্চল যার মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সাথে উলের ব্যবসা করা সহজ হয় ।কুকরিস(১৮ ইঞ্চি বাঁকানো ছুরি), লোহার তরবারি, পুরনো বন্দুক, মর্টার্স(কামান বিশেষ), howitzer(ক্ষুদ্র উচ্চ গতি সম্পন্ন গোলা যুক্ত কামান), বিভিন্ন ওজনের গোলাবারুদ সহ সিপাই, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী, ড্রাগুনস প্রভৃতি ছিল এই যুদ্ধের সামরিক উপকরণ(২৫)।

(জ) বার্মিজ ওয়ার(১৮২৩-২৬,১৮৫২-৫৩):

ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থানের কারণে বার্মা ছিল এক মূল্যবান বিজনেস করিডর, যার কারণে বার্মা ঐশ্বর্যশালী দেশে পরিণত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য যেখানে ব্যবসার আড়ালে সাম্রাজ্য বিস্তার করা , সেখানে বার্মা তাদের কোপে পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। কোম্পানি আমলে বার্মার সাথে দুটি যুদ্ধ হয়।

প্রথম যুদ্ধ (৫.৩.১৮২৪- ২৪.২.১৮২৬):

বর্মিজরা আসাম, মনিপুর, আরাকান, কাছাড়, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত নিজেদের এলাকা বিস্তৃত করার ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তারাও তাদের এলাকা বিস্তারের লক্ষ্যে আসাম, মণিপুর, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সমর্থণ করে এবং তাদের রক্ষার্থে সেনাবাহিনী পাঠায় । কাছাড় , জয়ন্তীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া বিদ্রোহীদের বার্মা সরকার ছত্রভঙ্গ করতে গেলে ব্রিটিশদের সাথে বর্মিজদের বিরোধ বাধে , শুরু হয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজদের প্রায় ৫১২২৪০০০০- ১৩৩১৮২৪০০০ টাকা (২৮.৪.২০২৩ এর সাপেক্ষে) খরচ হয়। তাই যুদ্ধে জয়ী হয়ে বার্মার কোনবং রাজবংশের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০২৪৪৮০০০ টাকা (২৮.৪.২০২৩ এর সাপেক্ষে) নেয় এবং **ইয়ান্ডাবু সন্ধির** মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও বার্মা ব্রিটিশদের কাছে আসাম, মণিপুর, আরাকান,

কাছাড়, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি অঞ্চল সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে বার্মার শক্তি দুর্বল হয় এবং পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি ব্রিটিশরা শুরু করে, বার্মা পূর্ণ অধিগ্রহণের লক্ষ্যে (২৬)।

দ্বিতীয় যুদ্ধ (৫.৪.১৮৫২- ২০.১.১৮৫৩):

১৮৫২ সালে লর্ড ডালহৌসি নৌসেনাপতি ল্যাম্বার্ট কে বার্মায় প্রেরণ করেন, ইয়ান্ডাবু চুক্তি সংক্রান্ত কিছু সামান্য বিষয়ে কথা বলতে। সেই সময় বার্মিজরা যুদ্ধের কারণ হিসাবে চিহ্নিত ইংরেজ প্রেরিত প্রশাসককে বিতাড়িত করার দাবী জানায়।কিন্তু ল্যাম্বার্ট তাতে কর্ণপাত না করে উল্টে অত্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতে রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ ও রাজা পেগানের রাজকীয় নৌবহর দখল করার মাধ্যমে বার্মিজদের নৌযুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে তোলে এবং শুরু হয় দ্বিতীয় যুদ্ধ। শেষ হয় পেগু প্রদেশ অধিকারের মাধ্যমে, যা পরে নিম্ন বার্মা নামে অভিহিত হয় , বিভিন্ন বার্মিজ প্যাগোডা ধ্বংস করা হয় গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে। কোন সন্ধি ছাড়াই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও শুরু হয় রাজ পরিবারে অন্তর কলহ, যার ফলে মিন্ডন মিন, পেগান মিন কে গদিচ্যুত করে সিংহাসন দখল করে
(২৭,২৮)। সমগ্র বার্মিজ যুদ্ধে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ বাহিনী, কামান, রকেট প্রভৃতি ব্যাবহৃত হয়েছিল।

(ঝ) আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯- ১৮৪২):

আফগানিস্তান ও সিন্ধুতে অস্থিতিশীলতা, শিখ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি, মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির অঙ্গ হিসাবে আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারত আক্রমণ প্রভৃতি নানা কারণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভীত হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মুহাম্মদ খান শিখদের কাছে হারানো পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশদের সহায়তা চাইলে, ব্রিটিশরা আগ্রহ দেখায়নি। এমতাবস্থায় রুশদের সাথে দোস্ত মুহাম্মদ হাত মেলাতে পারেন, এই আশঙ্কায় লর্ড অকল্যান্ড তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে শুজা শাহ দুরবানিকে ক্ষমতায় বসিয়ে শুজার সরকারকে বৈধতা জানিয়ে বলে যে তারা আফগানিস্তানে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। এই ভাবেই শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ - আফগান যুদ্ধ, যদিও এতে আফগানরা সাময়িক ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে (২৯)।

ব্রিটিশদের উপস্থিতি ও শাহ সুজার শাসনের ফলে আফগানরা ব্রিটিশদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে এবং এর ফলে ব্রিটিশদের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয় এবং আফগানিস্তানের উপর তাদের কর্তৃত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। অবশেষে ১.১.১৮৪২ এ উভয় পক্ষের যৌথ সম্মতিতে ঠিক হয়, ব্রিটিশরা নিরাপদে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে পারবে (৩০)।কিন্তু আফগানিস্তানের প্রতিশোধ মূলক কর্মকান্ড অব্যাহত থাকার কারণে ব্রিটিশরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করলে, দোস্ত মুহাম্মদ পুনরায় কাবুলের সিংহাসন দখল করে। এই ভাবেই প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলা বন্দুক, দেশী নৌকা প্রভৃতি ব্যাবহৃত হয়েছিল।

(ঞ) শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫- ৪৬, ১৮৪৮- ৪৯): এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল শিখ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই যুদ্ধের প্রধান কারণ হল ,একই সাথে মহারাজা রঞ্জিত সিং কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো ও কোম্পানি কর্তৃক তার এলাকা বিস্তারের মাধ্যমে পাঞ্জাব সীমানা পর্যন্ত দখল করা। দুই পর্বে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

প্রথম শিখ যুদ্ধ(১৮৪৫- ১৮৪৬):

ব্রিটিশ ভারত ও শিখ সাম্রাজ্য বিভাজিত ছিল সুতলেজ নদী দ্বারা। রঞ্জিত সিং এর মৃত্যুর পর কোম্পানি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির

লক্ষ্যে সুতলেজ নদীর কাছে ফিরোজপুরে একটি সেনানিবাস গড়ে তোলে এবং এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পাঞ্জাবের দক্ষিণ অংশে অভিযানের মাধ্যমে সিন্ধ প্রদেশ দখল করলে পাঞ্জাব সেনাবাহিনীর মধ্যে সন্দেহের বীজ তৈরি হয়। তখন পাঞ্জাব সেনাবাহিনী সুতলেজ নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত মোরান (শিখদের মতে এটি তাদের এলাকা) গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়।

ব্রিটিশদের মতে এই এলাকা বিতর্কিত হওয়ায়, শিখদের এই অগ্রসর তাদের কাছে সন্দেহ ও সতর্কীকরন এর মনোভাব সৃষ্টি করে এবং তারা শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিভিন্ন সংঘাত যেমন, ওয়াদনি দুর্গের যুদ্ধ, ফিল্লাউর দুর্গের যুদ্ধ, মুদকির যুদ্ধ, ফিরোজশাহের যুদ্ধ, বাদদোয়ালের যুদ্ধ, আলিওয়ালের যুদ্ধ, সোবরাওন এর যুদ্ধ, কাংরা এর যুদ্ধ, সোহানার যুদ্ধ প্রভৃতি ছিল প্রথম যুদ্ধের অঙ্গ। শিখ সেনাবাহিনীর পরাজয়, কোম্পানি কর্তৃক জম্মু - কাশ্মীর দখল ও ৯.৩.১৮৪৬ এ **লাহোর চুক্তির** মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই চুক্তির ফলে বিজ নদী ও সুতলেজ নদীর মধ্যবর্তী সমতল ভূমি জলনধর দোয়াব শিখদের দিয়ে দিতে হয় কোম্পানির কাছে। এর ফলে শিখ সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়লেও শিখ সাম্রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশদের এই হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারেনি, যার কারণে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয়েছিল (৩১)।এই যুদ্ধে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী অংশ নিয়েছিল।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ(১৮.৪.১৮৪৮- ২৯.৩.১৮৪৯) :

এই যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশরা পেশোয়ার পর্যন্ত পাঞ্জাব সহ গোটা শিখ সাম্রাজ্য দখল করে নেয় যা পরে উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে অভিহিত হয়। প্রথম যুদ্ধের শেষে শিখরা কোম্পানিকে জলন্ধর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং জম্মুর রাজা গুলাব সিংকে কোম্পানির তরফে বলা হয়, বিরাট অঙ্কের টাকা কোম্পানিকে হস্তান্তরের মাধ্যমে সমগ্র জম্মু - কাশ্মীর শিখদের কাছ থেকে দখল করে নিতে। শিখ সর্দারদের বাধ্য করা হয় তাদের এলাকা সংকুচিত করতে। তা ছাড়া শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কিছু এলাকার মুসলিমরা আফগানিস্তানের দোস্ত মুহাম্মদ এর সঙ্গে হাত মেলানোর ভয় দেখালে শিখ সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয় **মুলতান বিদ্রোহের** মাধ্যমে। মুলতান শহরের দেওয়ান মুলরাজের কাছ থেকে ব্রিটিশরা মুলতানের দখল নেওয়ার চেষ্টা করলে মুলরাজের কতিপয় সেনার দ্বারা ব্রিটিশ অফিসার খুন হয়। এই খবর শোনার পর গোটা শিখ সাম্রাজ্য জুড়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় ব্রিটিশদের পরাস্ত করতে। কিন্তু কিন্যেরী যুদ্ধ ও সুদ্দুসেন যুদ্ধে শিখরা ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয় এবং মুলতান ব্রিটিশরা দখল করে।

এর পর আসে **লাহোর বিদ্রোহ**, যার অন্তর্গত রুঙ্গুর মুজল দুর্গের যুদ্ধ, রামনগর যুদ্ধ, সাদুলপুর যুদ্ধ, চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধ, গুজরাট যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ বাহিনী জয় লাভ করে এবং ২৯.৩.১৮৪৯ তে পাঞ্জাব অধিগ্রহণের মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি দ্বিতীয় ইঙ্গ- শিখ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ বাহিনী ও ভারী বন্দুক ব্যাবহৃত হয়েছিল। পাঞ্জাব অধিগ্রহণের পর পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকার মানুষদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়, যারা ১৮৫৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম মহা বিদ্রোহ বা সিপাই বিদ্রোহে ব্রিটিশদের হয়ে লড়াই করেছিল (৩২)।

(ট) ভারতীয় মহা বিদ্রোহ বা সিপাই বিদ্রোহ(১৮৫৭- ১৮৫৮) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ভারতের নানা প্রান্তের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সিপাইরা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেটাই হল সিপাই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কারণ হিসাবে মূলত ধর্মীয় - সামাজিক ও সামরিক কারণ গুলিকে গুরুত্ব

দেয়া হয়।

খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করার প্রয়াস, হিন্দু - মুসলিম ধর্মের নিন্দা করা, উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা ছিল ইংরেজদের অবশ্য কর্তব্য।আর সামরিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়- দেশীয় সিপাইদের ন্যায্য ভাতা থেকে বঞ্চিত করা, পরিবার থেকে বহুদূরে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করা, ইংরেজ সিপাইদের তুলনায় ভারতীয় সিপাইদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত করা প্রভৃতি।

এই পটভূমিতে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের **ব্যারাকপুর সেনাছাউনিতে** এনফিল্ড বন্দুকের ব্যাবহার প্রক্রিয়া নিয়ে হিন্দু - মুসলিম সিপাইদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে।কারণ, এই বন্দুকে টোটা পড়ানোর সময় দাঁত দিয়ে এর খোলস কাটতে হত যেগুলি গরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু - মুসলিম উভয় ধর্মের সিপাইদের কাছে এই কাজ ছিল চরম অধর্মের। তাই এর বিরুদ্ধে সিপাই **মঙ্গল পাণ্ডের** নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়।এই বিদ্রোহ দমন করতে গেলে কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয় এবং এর চরম শাস্তি হিসাবে মঙ্গল পাণ্ডেকে ইংরেজরা হত্যা করে। এই ঘটনার জের হিসাবে ১০.৫.১৮৫৭ তারিখে ব্যারাকপুরেই সিপাই বিদ্রোহের আগুন বিশালাকার ধারণ করে এবং তা ক্রমশঃ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মুঘল শাসকদের সাথে একজোট হয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে।কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় কোম্পানি সংগঠিত ও পরিকল্পিত ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করার প্রয়াস চালিয়ে যায়। অবশেষে ২০.৬.১৮৫৮ তারিখে **গোয়ালিয়র সিপাই বিদ্রোহ** দমনের মাধ্যমে কোম্পানির উদ্দেশ্য সফল হয়। এর পর দুর্বল মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজ (১৮৫৮- ১৯৪৭) শুরু হয় (৩৩)।

উপসংহার

কথায় আছে,অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। এ সংগ্রাম আদিম যুগ থেকে শুরু হয়ে আজও সমান ভাবে বিদ্যমান। যুগে যুগে সংগ্রামের ধরণ পাল্টেছে মাত্র। ব্রিটিশরা বাণিজ্যের হাত ধরে সারা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে উপনিবেশের পর উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আর এই ইচ্ছা পূরণের জন্য নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রভৃতি। এই সংগ্রাম করার জন্য আমদানি করেছে নানান অস্ত্র সম্ভার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ডের ইংরেজ সরকার পরোক্ষে ভারতের মত নানান দেশকে প্রধানত অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করে নিজেদের আর্থিক ও সামরিক অবস্থান দৃঢ় করেছে ও সমগ্র পৃথিবীতে প্রভুত্ব করার স্বপ্ন দেখেছে। সারা বিশ্ববাসী চাক্ষুষ করেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের চরম অভিশাপ। বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তী ঘটলেও শুরু হয়েছে নতুন এক যুদ্ধ, যার পোষাকি নাম ঠান্ডা যুদ্ধ। এ আরও মারাত্মক, খানিকটা স্লো-পয়সন করে মারার মত ব্যাপার। বিশ্বের উন্নত, ধনী ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এই যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি। এরা বছরের পর বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলিতে চড়া মূল্যে বিক্রির নামে দেশে দেশে বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঠান্ডা যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ধনী দেশগুলো আরও ধনী হচ্ছে ও দরিদ্র দেশগুলি আরও দারিদ্রতার নাগপাশে জড়িয়ে পড়ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে বিশ্ব শান্তি। অথচ প্রতিবছর **২১ সেপ্টেম্বর** দিনটি ঘটা করে" **বিশ্ব শান্তি**

দিবস " হিসাবে পালিত হয়, যা বাস্তবিক অর্থে মূল্যহীন ও অবান্তর বলেই মনে হয়। তাই সব শেষে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখে কবি গুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে - " হে অনন্ত পূণ্য, করুণাঘন , ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য "।

তথ্যসূত্র

১। Tripti Desai (1984), The East India Company: A Brief Survey from 1599 to 1857, Kanak Publications.
২। " Early European Settlements " , Imperial Gazetter of India, Vol. II, 1908.
৩। Anthony Farrington (2002), Trading Places: The East India company and Asia 1600- 1834, British Library.
৪। Barbara Daly Metcalf ; Thomas R . Metcalf(2006), A concise history of modern India, Cambridge University press.
৫। The Indian Empire, Administrative, The Imperial Gazetter of India (PDF), vol.IV, Oxford: clarendon Press.
৬। Harbans Singh Bhatia, Military History of British India,1607- 1947(1977).
৭। Rear Admiral Satyindra Singh, Under Two Ensigns: The Indian Navy 1945- 1950(1986).
৮। Satyindra Singh, প্রাগুপ্ত।
৯। Charles Rathbone Low, History of Indian Navy:(1613- 1863), R.Bently & son,1877.
১০। Harbans Singh Bhatia, প্রাগুপ্ত।
১১। এই সম্পর্কে উল্লেখ্যযোগ্য বই -
(ক) M.S.Naravane, Battles of the Honourable East India company, A.P.H . Publishing Corporation,2014.
(খ) Rapson J. Edward ,The carnatic wars, Didactic Press.
১২। Sugata Bose; Ayesha Jalal, Modern South Asia: History, Culture, Political Economy, Publisher: Routledge,dt.28.01.2011.
১৩। Pears M. Douglas(2006), India Under Colonial Rule: 1700- 1885, Publisher: Routledge,dt.6.7.2006.
১৪। Parshotam Mehra (1985), A Dictionary of modern History (1707- 1947), Oxford University press.
১৫। John Keay,The Honourable Company, Publisher: Harper Collins,dt. 11.10.1993.
১৬। M.S.Naravane, প্রাগুপ্ত।
১৭। A. Bowdoin Van Riper (30.11.2007) Rockets and Missiles: The Life Story of a Technology, Johns Hopkins University press.
১৮। এই সম্পর্কে উল্লেখ্যযোগ্য বই -

(ক) M.S.Naravane, প্রাগুপ্ত।
(খ) James Grant Duff, History of the Mahrattas, Publisher: Manohar,dt. 1.1.2020.
(গ) Sailendra Nath Sen (1994), Anglo - Maratha Relations,1785- 96, Popular Prakashan.

১৯। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বই -
(ক) Pradeep Barua (2005), The State at war in South Asia, University of Nebraska Press.
(খ) Randolf Cooper (2003), The Anglo- Maratha campains and the contest for India: the struggle for control of the south Asian military economy, Cambridge University press.
২০। Philip Mason, A Matter of Honour - An Account of the Indian Army, Publisher: Jonathan Cape Ltd., dt. 27.6.1974.
২১। Jeff Kinard (2007), Artillery: An illustrated History of its Impact (weapons and warfare), Publisher: ABC- CLIO,dt.28.3.2007.
২২। John Pemble, Forgetting and Remembering Britain's Gurkha War,Publisher: Routledge.
২৩। তদেব।
২৪। তদেব ।
২৫। Thomas Smith, Narrative of A Five Year's Residence At Nepal V2, Publisher: Kessinger Publishing,dt.10.9.2010.
২৬। Maung Htin Aung (1967), A History of Burma, Cambridge University press.
২৭। Ooi Keat Gin,Edited, Southeast Asia: a historical encyclopaedia, from Angkor Wat to East Timor,vol.1.
২৮। Hugh Chisholm,ed.(1911), Burmese Wars, Encyclopaedia Britannica,vol.4(11th ed.), Cambridge University press.
২৯। Richard H . Shultz; Andera J .Dew(22.08.2006), Insurgents, Terrorists and Militias: The Warriors of contemporary Combat, Columbia University press.
৩০। Patrick Macrory, Retreat From Kabul: The Catastrophic Defeat In Afganistan, 1842(2002), The Lyons Press.
৩১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বই -
(ক) Amarpal Singh, The First Anglo-Sikh war (1875- 46), Publisher: Harper Collins,dt. 11.8.2017.
(খ) Amarpal Sidhu, The First Anglo-Sikh war, Publisher: Amberly Publishing (17.4.2013)
(গ) Donald Featherstone,At Them with the bayonet! : The First Sikh War ,Publisher: Jarrolds,dt.1.1.1968.
৩২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বই -
(ক) Ian Hernon, Britain's Forgotten Wars : Colonial Campaigns of the 19th. Century, Publisher: Sutton Publishing (1.1.2003)

(খ) Khuswant Singh,A History of the Sikhs (1839- 1964), Vol II, Publisher: Princeton University press,dt.10.6.2020.
(গ) Charles Allen, Soldier Sahibs(Reissue), Publisher: John Murray,dt.21.6.2012.
(ঘ) George Bruce Malleson, The Decisive Battles of India: From1746 to 1849, Publisher: Wentworth Press,dt.25.8.2016.
(ঙ) Sarbans Singh (1993), Battle Honours of the Indian Army 1757- 1971, Publisher: Vision Books.

৩৩। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বই -

(ক) Surendra Nath Sen, Eighteen Fifty - Seven , Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. Of India.,May,1957.
(খ) Christopher Hibbert, Great Mutiny: India 1857, Publisher: Allen Lane,dt.29.6.78.
(গ) Saul David, The Indian Mutiny: 1857, Publisher: Penguin books Ltd.,dt.4.9.2003.
(ঘ) Gregory Fremont Barnes, Essential Histories, the Indian Mutiny 1857- 58, Osprey 2007.
(ঙ) G.B.Malleson, The Indian Mutiny of 1857, Publisher: Rupa & Co,dt.1.6.2016.